ফখরুদ্দিন সরকার এবং ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক

-বিপ্লব

ইদানিং বাংলাদেশী ইয়াহুগ্রুপগুলোই একটাই আলোচনা-হাসিনার গ্রেফতার ইক্যুয়ালটু আবার সামরিক শাসনের রাবণমুখ। ফখরুদ্দিন রাম না রাবণ সেটা উহ্য-মোটামুটি নানান ঘটনায় প্রতিষ্ঠিত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার, আসলেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র ধ্বংশে উদ্যোত। আমি আগেই লিখেছিলাম সংবিধান বহির্ভূত সরকারের লাগে দুটো শক্তি-জনগণের প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং বৈদেশিক স্বীকৃতি। ফখরুদ্দিন সরকারের প্রথমে দুটোই ছিল। কিন্ত এখন ??

আমি ভারত-বাংলাদেশ বৈদেশিক সম্পর্ক দিয়ে শুরু করি। বি এন পি-জামাত জোট মানতেই চাইতো না বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদি শক্তিগুলোর (আলফা ইত্যাদি) ঘাঁটি আছে এবং তারা সরকারি মদতে বহাল তবিয়তে সন্ত্রাসী কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের ওপর গ্রেনেড বিস্ফোরনের পেছনে ছিল আলফা-ভারতে তাদের এক নেতা ধরা পড়ে স্বীকার করেছে একাজে তারা অস্ত্র পেয়েছিল বাংলাদেশী মিলিটারীর কাছ থেকে। টাকা জুগিয়েছিল বি এন পির এক মন্ত্রী (সম্ভবত বাবর)-সেই প্রাত্তন মন্ত্রীর নাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দিয়েছিল ভারত সরকার। ফখরুদ্দিন তাদের বিরুদ্ধে কিছু করলেন না-ধরলেন হাসিনা কে-যিনি নিজে এবং তার সমর্থকরা সেই গ্রেনেড হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ।

যাইহোক শুরুতে ফখরুদ্দিন সরকারের ভারত এবং আমেরিকার স্বীকৃতি দরকার ছিল। ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতি হতে শুরু হয়—ফখরুদ্দিন সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় তারা ভারত বিরোধি জঙ্গী ঘাঁটি বাংলাদেশে থাকতে দেবে না। ফল স্বরূপ ভারত বাংলাদেশের কয়েকটি রফতানির ওপর শুল্ক তুলে নেয়। কলকাতা-ঢাকা ট্রেন সার্ভিস চালু হয়। বি এন পির সাথে আল কায়দা এবং আই এস আই এর যোগাযোগ সংক্রান্ত ফাইলও ভারত সরকার তখন বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে।

ফখরুদ্দিন সরকার সম্মন্ধে ভারতের মোহভঙ্গা হতে শুরু করে জুনের শুরু থেকে। আঠারোই মে মক্কা মসজিদে (হায়দ্রাবাদ) বম্বিং এর এক সন্ত্রাসী ধরা পড়ে স্বীকার করে সে বাংলাদেশে এবছর আই এস আই এর কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছে। অর্থাৎ আই এস আই পরিচালিত ট্রেনিং ক্যাম্পগুলি বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভাঙে নি-তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর পরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আরো টনক নড়ে যখন তারা দেখে বি এন পি এবং জামাতের নেতাদের বিরুদ্ধে আল কায়দার সাথে যোগাযোগ এবং আলফার নেতাদের স্বীকারুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে অপরাগ। এমনকি তারা এব্যাপারে কোন অনুসন্ধান করতেও নিমরাজি। ফলত ভারতের বিদেশ সচিব কে কে মেনন ঢাকায় যান এবং ভারতের অসন্তোষ প্রকাশ্যেই জানিয়ে আসেন। মেনন দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান পাকিস্থানী আই এস আই এর প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে বেশ গভীরে। সুতরাং বাংলাদেশে পাকিস্থান পরিচালিত সন্ত্রাসবাদি ঘাঁটিগুলি খুব সহজে ভাঙা যাবে না। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন জেনারেল মইন একজন বুদ্ধিমান বাংলাদেশী হিসাবে বাংলাদেশের স্বার্থ মাথায় রেখেই কাজ করবেন। মেননের আসল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের মাটি থেকে আই এস আইকে না তাড়ালে ভারত বাংলাদেশকে রফতানি শুল্কের ওপর ছাড় দেবে না-অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বি এন পি আমলে ফিরে যাবে-এতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ভারতের প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকার বাৎসারিক ব্যবসা হারাবে-যেটা তারা এবছর রফতানী শুল্ক তুলে দেওয়ার জন্যে পেয়েছে। মেননের আশা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা সরকারকে চাপ দিক ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য। যার পূর্বশর্ত

হচ্ছে বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্থানের ভূত-আই এস আইকে তাড়ানো।

ফখরুদ্দিন বা জেনারেল মইন ভারত বিরোধী নন—বরং বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডে প্রেমী বলাই ভালো। সমস্যা হচ্ছে এই দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্কের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও কিসের জন্য আই এস আই এর ঘাঁটিগুলো ভাঙা হচ্ছে না? বা জামাতের সাথে আল কায়দার সম্পর্কের এত প্রমান থাকা সত্ত্বেও, জামাতের মন্ত্রীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না? তাহলে কি এরাও পুতুল? আসল সুতো অন্য কারুর হাতে?

সম্ভবনা দুই দলের। সৌদি-পাকি চক্র অথবা আমেরিকান ব্লক। সৌদি-পাকি চক্র এক্ষেত্রে সম্ভবত নেই-কারণ বি এন পি ছিল তাদের ডিরেক্ট পেড এজেন্ট। সৌদিরা এর পেছনে থাকলে জেনারেল মইনের ক্ষমতাই আসার ই কথ নয়। সুতরাং বাকী রইলো আমেরিকান ব্লক। কিন্ত তারা কেন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বদলে ফখরুদ্দিনকে চাইবে? তার বদলে আসুন আমরা কিছু প্রশ্ন করিঃ

- জামাতের সাথে আল-কায়দার সম্পর্ক প্রায় দুই দশকের-এ ব্যাপারে নানান ভিডিও ফাইল ভারতের ইন্টালিজেনস আমেরিকাকে দিয়েছ। অথচ আমেরিকা বরাবর জানিয়ে এসেছে জামাত মডারেট মুসলিম পার্টি। আল-কায়দার নাম শুনলে যারা হাজার হাজার পাউন্ডের বোমা ছোড়ে, হঠাৎ জামাতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন? জামাতকে আমেরিকার কিসের জন্যে দরকার?

- সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর, আমেরিকা এবং বৃটেনের প্রচ্ছন্ন সমর্থন-আশ্বত্থা মা হত ইতি গজ টাইপের গনতন্ত্র কোন একদিন আইলেই হইল-এখনতো মন্দের ভালো টাইপের বিবৃতি দিয়েছে এই দুই দেশ। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর আই এস আই এর প্রচন্ড প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বি এন পি কে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারেন জেনারেল মইন? কোন মহানুভবের হাত থাকলে বি এন পির আসন্ন পতন দেখেও আই এস আইকেও চুপ থাকতে হয়? মনে রাখতে হবে তারেক জিয়া এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ অফিসার আই এস আই থেকে নিয়মিত টাকা এবং অস্ত্র পেয়েছেন। এসব জলে যাক আই এস আই নিশ্চয় চাইবে না। কিন্ত তারা চুপ ছিল-আমেরিকার নির্দেশ ছাড়া আই এস আইকে চুপ রাখা যেত না। জেনারেল মইন আই এস আই এর স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবেন না এমন শর্তেই তারা আমেরিকার কথায় রাজী হয় বলে ভারতীয় ইন্টালিজেনস জানাচ্ছে। অর্থাৎ 'আমেরিকান গ্যারান্টি' পাওয়ার পরই তারা বি এন পির পতনে নিশ্চুপ থাকে।

- অর্থাৎ যেটা দাঁড়াচ্ছে জেনারেল মোসারেফের মতন প্রগতিশীল জেনারেলকে চাইছিল আমেরিকা এবং জেনারেল মইন সেই প্রোফাইলে ১০০% ফিট। জেনারেলকে দিয়ে গনতন্ত্রের লাগাম পড়াতে গেলে, মৌলবাদি শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। আজ পাকিস্থান মৌলবাদি মুক্ত হলে কেওই চাইবে না মোসারেফকে। কিন্ত মৌলবাদি শক্তির উত্থানের জন্যেই আমেরিকানরা (এবং আমরাও) মোটামুটি একমত পাকিস্থানি মৌলবাদি শক্তিকে প্রতিহত করতে মোসারেফকে দরকার। ব্যাস আমেরিকা খুঁটি পেয়ে গেল। বাংলাদেশে মৌলবাদি শক্তি পাকিস্থানের ধারে কাছেও নেই-সুতরাং জেনারেল মইনের টিকে থাকার বেস্ট রেসিপি হচ্ছে জামাতকে গোকুলে বাড়ানো। যাতে মৌলবাদকে আটকাতে পশ্চিমা শক্তিগুলি গনতন্ত্রের চেয়ে জেনারেল মইনকে সমর্থন করবেন-একদম মোশারেফ মোডেলে। বিশেষত যখন এটা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমানিত সমস্ত মুসলিম দেশগুলিতে মৌলবাদি শক্তির উত্থান হয়েছে গনতন্ত্রের হাত ধরে। মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, তুরস্ক—সর্বত্র একই চিত্র। এতে আমেরিকারও লাভ, জেনারেল মইনেরও লাভ। গণতান্ত্রিক সরকারে নাক গলানো মুশকিল-সামরিক শাসনে সেটা অতীব সহজ।

এই নক্সা টিকবে কিনা জানি না—তবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরলে জেনারেল মইন কি ব্যারাকে ফিরে যাবেন আবার? সেটা কি সম্ভব? বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে কি এমন কখনো হয়েছে? ব্যঘ্র শাবক রক্তের স্বাদ পাওয়ার পর কি মেশশাবকের দলে ফিরতে পারবেন? না কি মোশারফ মডেলে গণতন্ত্রের লাগাম ধরবেন? আপাতত শেষেরটাই বাস্তব ।